প্রশ্ন 1 কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রসক্তি তত্ত্বটি ব্যাখ্যা ও বিচার করো।

উত্তর

কার্যকারণ সম্পর্কিত প্রসক্তি তত্ত্ব

কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রকৃতি বিষয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে পরস্পরবিরোধী দুটি মতবাদ আছে। তা হল— [1] প্রসক্তিবাদ এবং [2] সতত সংযোগবাদ।

প্রসক্তিবাদের সংজ্ঞা

যে মতবাদ অনুসারে কার্য ও কারণের মধ্যে প্রসক্তি সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় এবং এই সম্বন্ধ অনিবার্য, সার্বিক, আবশ্যিক পূর্বতসিদ্ধ এবং এই সম্বন্ধ মননিরপেক্ষভাবে বস্তুজগতে ও মনোজগতে সর্বত্র বিদ্যমান সেই মতবাদকে বলা হয় প্রসক্তিবাদ। সি ডি ব্রড, ব্লানসার্ড, ইউয়িং-সহ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ প্রসক্তিবাদের সমর্থক। বৈধ অবরোহ অনুমানে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যেকার সম্বন্ধকে বলা হয় প্রসক্তি সম্বন্ধ।

কার্যকারণ সম্বন্ধকে প্রসক্তি সম্বন্ধ বলার কারণ

[1] বৈধ অবরোহ অনুমানে হেতুবাক্য থেকে সিদ্ধান্তটি যেমন অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় তেমনই কারণ থেকে কার্যটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। যেমন—তিল থেকে তৈল অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।

তিল হল কারণ

তৈল হল কার্য

Scanned with CamScanner

[2] আবার যেমন বৈধ অবরোহ অনুমানে হেতুবাক্য সত্য হলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে পারে না। তেমনই কারণ ঘটেছে অথচ কার্য ঘটেনি এমন হতে পারে না।

[3] অবরোহ অনুমানে হেতু বাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্পর্ক যেমন সার্বিক, আবশ্যিক, অনিবার্য, অভ্যন্তরীণ তেমনই কার্যকারণের মধ্যে সার্বিক, আবশ্যিক, অনিবার্য ও অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ রয়েছে।

এইসকল কারণে বুদ্ধিবাদীরা কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রকৃতিকে প্রসক্তি সম্বন্ধ বলেন।

প্রসক্তিবাদের সপক্ষে যুক্তি

[1] **ইউয়িং-এর প্রথম যুক্তি:** ইউয়িং বলেন আমরা কারণ থেকে কার্য অনুমান করি। যেমন মেঘ দেখে বৃষ্টির অনুমান করি। কিন্তু কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক না থাকলে এই অনুমান সম্ভব হত না।

[2] **ইউয়িং-এর দ্বিতীয় যুক্তি:** ইউয়িং বলেন তিল তেলের কারণ। এ কথার অর্থ তিলের মধ্যে তেলের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিল ও তেলের মধ্যে যদি অনিবার্য সম্বন্ধ না থাকত তবে তিলকে তেলের কারণ না বলে বালুকাকে বলা যেত।

[3] **ইউয়িং-এর তৃতীয় যুক্তি:** একটি বিশেষ কারণ থাকলেই একটি বিশেষ কার্য সর্বদা থাকবে কেন? কারণের মধ্যে এমন কী আছে যার জন্য কার্য ঘটতে বাধ্য?

ইউয়িং বলেন এর উত্তর দিতে গেলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে কারণের স্বভাবের মধ্যে থাকবে কার্যের ব্যাখ্যা, কার্য কেন সর্বদা কারণের অনুগামী হবে তার ব্যাখ্যা। কারণ আসলে কার্যের হেতু যার থেকে কার্যটি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়।

[4] **বিজ্ঞানীদের প্রথম যুক্তি:** বিজ্ঞানীরা কারণ থেকে কার্য এবং কার্য থেকে কারণে উপনীত হয়। যেমন—

কারণ	→	কার্য
H_2O	→	$H_2 + O$
$H_2 + O$	→	H_2O
$\therefore H_2O$	≡	$H_2 + O$

কার্য ও কারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ না থাকলে এইরূপ প্রসক্তি ও সমীকরণ সম্ভব হত না।

[5] **বিজ্ঞানীদের দ্বিতীয় যুক্তি:** বৈজ্ঞানিকগণ বলেন কারণের অবশ্যম্ভাবী রূপান্তর হল কার্য। যেমন বৈদ্যুতিক শক্তির (কারণ) অনিবার্য রূপান্তর হল তাপশক্তি (কার্য)। তাই কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ আছে।

[6] **কান্টের যুক্তি:** কান্টের মতে, কার্যকারণের সম্বন্ধ অভিজ্ঞতাপূর্ব বৌদ্ধিক আকার, যা অভিজ্ঞতাপূর্ব তা অনিবার্য ও সার্বিক হতে বাধ্য। তাই কার্যকারণের মধ্যে সম্পর্ক অনিবার্য।

[7] **বিজ্ঞানের ভিত্তি কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ক:** কার্যকারণের মধ্যে যদি অনিবার্য প্রসক্তি সম্বন্ধ না থাকে তবে কোনোপ্রকার জ্ঞান সম্ভব হবে না। কেন-না সকলপ্রকার জ্ঞানের ভিত্তি কার্যকারণ সম্বন্ধ। আবার, কোনো বিজ্ঞান সম্ভব হবে না। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অর্থহীন হবে। কেন-না বিজ্ঞানের ভিত্তি কার্যকারণ নিয়ম। আর নিয়ম মাত্রেই সার্বিক ও অনিবার্য। তাই কার্যকারণের মধ্যে সম্বন্ধ অনিবার্য হতে বাধ্য।

[8] **কার্যকারণ নিয়ম প্রাকৃতিক ঘটনার সুনিশ্চিত ব্যাখ্যা দিতে পারে:** কার্যকারণের মধ্যে যদি অনিবার্য সম্বন্ধ না থাকে তবে কোনো ঘটনা কেন ঘটল তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। অথচ বিজ্ঞান প্রাকৃতিক ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দেয়, সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে। যেমন—কবে, কখন সূর্যগ্রহণ হবে

Scanned with CamScanner

তার সঠিক সময় নির্দেশ করতে পারে। কার্যকারণের মধ্যে যদি অনিবার্য সম্বন্ধ না থাকত তবে এইরূপ সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব হত না। এই সকল যুক্তিগুলির সাহায্যে প্রসক্তিবাদীরা প্রমাণ করেছেন কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য প্রসক্তি সম্বন্ধ আছে।

সমালোচনা

ডেভিড হিউম, এয়ার, হসপার্স প্রমুখ দার্শনিক প্রসক্তিবাদ সমর্থন করেন না। এদের অভিযোগগুলি এইরূপ—

[1] **হিউম বলেন কার্যকারণের মধ্যে সার্বিকতা ও আবশ্যিকতার সম্বন্ধ বাহ্য প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায় না:** কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য ও আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে এ কথার অর্থ এই সম্পর্ক ত্রৈকালিক ও সার্বত্রিক। কিন্তু কোনো মানুষের পক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়, সকল স্থান প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞান যে দুটি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে তা আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সামান্যীকরণের মাধ্যমে। আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সর্বদা সম্ভবনামূলক। তাই কার্যকারণের সম্পর্ক অনিবার্য নয়, সম্ভাবনামূলক।

[2] **আন্তঃপ্রত্যক্ষের সাহায্যে অনিবার্যতার জ্ঞান হয় না:** প্রসক্তিবাদীরা বলেন আন্তঃপ্রত্যক্ষের সাহায্যে কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন—আমার ইচ্ছা হল হাত তুললাম এবং ইচ্ছা হল না, হাত তুললাম না। এক্ষেত্রে দৈহিক ক্রিয়ার উপর আমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ করি।

হিউম বলেন 'ইচ্ছা করা' ও 'হাত তোলা' ঘটনা দুটি সতত সংযোগের ফলে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জন করি। যখনই ইচ্ছা করব তখনই হাত তুলব—এই জ্ঞান আরোহ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত। তাই সম্ভাবনামূলক, অনিবার্য হতে পারে না। কারণ এর বিরুদ্ধ বাক্য সত্য হতে পারে। যেমন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী হাত তোলার ইচ্ছা করলেও হাত তুলতে পারে না।

[3] **হিউম বলেন কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক অভিজ্ঞতা- পূর্বভাবেও জানা যায় না:** হিউম বলেন কার্যকারণের সম্বন্ধ অনিবার্য হত যদি কারণকে বিশ্লেষণ করলে কার্যটি পাওয়া যেত বা কার্যকারণ বিষয়ক বাক্য বিশ্লেষক হত। কিন্তু কারণকে বিশ্লেষণ করলে কার্যটি পাওয়া যায় না। যেমন জলকে (H_2O) বিশ্লেষণ করলে তৃষ্ণানিবারণ কার্যটি পাওয়া যায় না। আবার কার্যকারণ বিষয়ক বাক্য বিশ্লেষক নয়, কেন-না এর অস্বীকৃতি স্ববিরোধী নয়। তাই কার্যকারণের মধ্যে অনিবার্য সম্বন্ধ নেই।

[4] **হিউম বলেন কার্য ও কারণ দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা:** হিউম বলেন কারণ ও কার্য দুটি ভিন্ন নাম, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন স্থানে ঘটে। তাই কারণ ও কার্যকে দুটি স্বতন্ত্র ঘটনা বলতে হবে। তাই দুটি স্বতন্ত্র ঘটনার মধ্যে কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্ক থাকতে পারে না।

[5] **হসপার্সের অভিযোগ:** হসপার্সের মতে বৈধ অবরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তের যৌক্তিক অনিবার্যতাকে কার্যকারণ বাক্যের স্বতন্ত্র নিজস্ব অনিবার্যতা বলে ভুল করি। যৌক্তিক অনিবার্যতা কার্যকারণ বিষয়ক বাক্যের নিজস্ব ধর্ম নয়। বৈধ অবরোহ যুক্তিটি স্বতঃসত্য হলেও যুক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন বাক্য আপতিক, ফলে অনিবার্য হতে পারে না।

[6] **হসপার্সের মতে কার্যকারণের অনিবার্য সম্পর্কের ধারণা ভ্রান্ত:** হসপার্স বলেন বাস্তবে আমরা কার্যকারণ বিষয়ক বাক্যগুলিকে আবশ্যিক ও অনিবার্য বলে মনে করি। কেন-না এগুলি অনেকটা সত্য, মিথ্যা বলা যায় না। কারণ এই বাক্যগুলিতে অকাট্য প্রাকৃতিক নিয়মের সমর্থন আছে, যা থেকে বাক্যগুলি অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সংশ্লেষক, সম্ভাব্য। কেন-না এগুলি অস্বীকার করলে স্ববিরোধ হয় না, তাই অনিবার্য হতে পারে না।

সুতরাং, প্রসক্তিবাদ সন্তোষজনক নয়।

Scanned with CamScanner